চুয়াডাঙ্গায় শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত, তাপমাত্রা নেমেছে ৬.৯ ডিগ্রিতে

পৌষের শেষভাগে কনকনে শীতে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে চুয়াডাঙ্গার জনজীবন। জেলার ওপর দিয়ে মাঝারি মাত্রার শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ঘন কুয়াশা পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। কুয়াশার ফোঁটা বৃষ্টির মতো ঝরছে, ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যায়, বুধবার (৭ জানুয়ারি) জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৬ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এসময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। এর আগের দিন মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

টানা তিন দিন সূর্যের দেখা না মিললেও বুধবার কিছুটা রোদের দেখা মিলেছে। তবে উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা হিম বাতাস ও ঘন কুয়াশার কারণে শীতের তীব্রতা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

খুব প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া ও ছিন্নমূল মানুষজন।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান জানান, দিনে ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য কম থাকায় শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে। তিনি আরো জানান, আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা আরো কমতে পারে।

এদিকে জেলার চারটি উপজেলায় শীতার্ত মানুষের মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি নগদ অর্থের বরাদ্দও পাওয়া গেছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রয়োজনের তুলনায় এই সহায়তা খুবই অপ্রতুল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অতিরিক্ত শীতবস্ত্র চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ইতিমধ্যে পত্র পাঠানো হয়েছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ ।

আলমডাঙ্গায় সর্বনিম্ন

তাপমাত্রায় জনজীবনে দুর্ভোগ-

ঐশিকার উদ্যোগে শীতবস্ত্র

বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা সহ আলমডাঙ্গায় সর্বকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করছে। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জন জীবনে দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। কনকনে শীতে আর হিমেল বাতাসে মানুষ ঘর থেকে বাহির হয়ে কর্মস্থলে পৌঁছাতে কষ্টের অন্ত নেই। এই অবস্থায় শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে পাশে দাঁড়াতে সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা ও ধনীকশ্রেনী কে এগিয়ে আসার আহব্বান জানিয়েছেন সুশীল সমাজ।

আলামডাঙ্গায় ঐশিকা সংস্থার উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরন করেছেন। আলামডাঙ্গা থানাপাড়া ঐশিকা সংস্থার উদ্যোগে ৩ শতাধিক শীতার্ত অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে থানা পাড়া ঐশিকা সংস্থার কার্যালয় হতে আনুষ্ঠানিকভাবে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেন প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। সমাজসেবা অফিসার সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, গার্মেন্টস মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুস সামাদ, ঐশিকা সংস্থার নির্বাহী কর্মকর্তা আশরাফুল কবির, সংস্থার শাখা ব্যবস্থাপক আলাউদ্দিন, মোঃ মোবারক হোসেন, সার্জেন আলী।

সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন, ঐশিকা সংস্থার সহ-সভাপতি আবু সাঈদ মিয়া। ঐশিকার সংস্থার স্বত্বাধিকারী আমেরিকা প্রবাসী আব্দুল মান্নান রতন জমিদারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতি বছরের মত এবারো মানবিক দায়িত্ববোধ থেকেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং শীতকালজুড়ে তাদের সহায়তা কার্যক্রম চলমান থাকবে।

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গায় আজ মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গায় আজ বুধবার মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়েছে ৩৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আদ্রতা ছিল ২৮। আজ বিকাল ৩টার সময় চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অধিদপ্তদরের আবহাওয়া সহকারী জামিনুর রহমান জানান, আজ মৌসুমের সর্বোচচ্চ তাপমাত্রা ৩৯.৫ ডিগ্রি পরিমাপ করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে এটি দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হবে। আগামী ২/৩ দিন এ রকম আবহাওয়া বিরাজ করবে। ২৭ এপ্রিল বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি আরও জানান, বাতাসের আদ্রতা গতকালের থেকে আজ অনেক কমছিলো, যার ফলে শরির ঘাম হচ্ছে না। গতকাল বাতাসের আদ্রতা ছিল ৬৭ এবং আজ বাতাসের আদ্রতা রয়েছে ২৮।

চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, শীতজনিত রোগে ভিড় হাসপাতালে

চুয়াডাঙ্গায় আবারও শীতের দাপট শুরু হয়েছে, এবং এই জেলায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আদ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ।

গত কয়েকদিনে দিনের তাপমাত্রা বেড়ে গরম অনুভূত হলেও রাতের তাপমাত্রা কমে শীতের তীব্রতা বেড়েছে, যার ফলে চুয়াডাঙ্গায় শীতজনিত রোগের প্রকোপ বাড়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের বর্হিবিভাগে রোগীর চাপ বেশি। অধিকাংশ রোগী ঠান্ডা, সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিতে আসছেন।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র পর্যবেক্ষক রকিবুল হাসান জানিয়েছেন, সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।

শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে জরুরি কাজের জন্য বাইরে বের হতে হচ্ছে। বিশেষ করে হাটবাজারের শ্রমিক ও কৃষি শ্রমিকদের শীতের কারণে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। কাজের সন্ধানে শহরে আসা অনেকেই কাজ পাচ্ছেন না, এবং শীত উপেক্ষা করে রিকশা-ভ্যান চালকরাও পর্যাপ্ত যাত্রী পাচ্ছেন না।

মেহেরপুরে তাপমাত্রার পারদ উঠল ৪০.৭ ডিগ্রিতে

মেহেরপুর জেলার উপর দিয়ে তীব্র প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। ঝাঁঝালো রোদের তীব্রতায় শুধু মানুষ নয় ওষ্ঠাগত প্রাণীকুলও। আজ বুধবার (১৭ এপ্রিল) জেলার তাপমাত্রার পারদ উঠল ৪০.৭ ডিগ্রিতে।

গতকাল মঙ্গলবার (১৬ এপ্রিল) জেলার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৪০ দশমিক ৬ ডিগ্রি। টানা তাপদাহে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে ভারতীয় সীমান্তবর্তী এই জেলার মানুষ। অসহ্য গরমে ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে প্রাণিকুল। দিনের বেশিরভাগ সময় সূর্যের তাপে গরম অনুভূত হচ্ছে।

তীব্র প্রখরতায় উত্তাপে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষেরা পড়েছেন চরম বিপাকে।

বাইরে নির্মাণ শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকচালক ও ভ্যান-রিকশা চালকদের গরমে নাভিশ্বাস উঠেছে। হা-হুতাশ করতে দেখা

গেছে তাদের। প্রয়োজনের তাগিদে ঘর থেকে বেরিয়েও কাজ করতে পারছেন না। ছন্দপতন ঘটছে দৈনন্দিন কাজকর্মে।

রাস্তার পাশের আখের রস ও শরবতের দোকানগুলোতে গলা ভেজাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। একটু স্বস্তির আশায় গাছের নিচে ও ছায়াযুক্ত স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছেন শ্রমজীবী মানুষেরা।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান বলেন, জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে চলছে। এ অবস্থা আরও কিছুদিন চলতে পারে। তবে এখনই বৃষ্টির সম্ভবনা নেই।

হিমেল হাওয়া কনকনে শীতে বিপর্যস্ত মেহেরপুর, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯.৫

মেহেরপুর জেলা এক সপ্তাহ যাবৎ ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে। বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। কুয়াশার কারণে মাত্র কয়েক হাত দূরের কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না। তীব্র শীতের কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বির্পযস্ত হয়ে পড়েছে। কনকনে ঠাণ্ডা ও ঝিরিঝিরি বাতাসে মানুষের পাশাপাশি গবাদি পশুও কাবু হয়ে পড়েছে।

শিশু এবং বয়স্ক মানুষ শীতজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এতে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালসহ জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে বাড়ছে শীতজনিত রোগীর চাপ।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সুত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার (১৩ জানুয়ারি) সকাল ৯ টায় এ মৌসুমে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দৃষ্টিসীমা ৬০০ মিটার ও বাতাসের আর্দ্রতা ছিলো ৯৫ ভাগ ।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে যেয়ে দেখা গেছে, অ্যাজমা, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অ্যালার্জি, সর্দিকাশিসহ শীতজনিত নানা রোগে মানুষ চিকিৎসা নিচ্ছে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্ক রোগীর চাপে

হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা।

হাসপাতালে কর্তব্যরত ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার (ইএমও) ডা. সউদ কবির মালিক বলেন, ‘শুক্রবার দুপুর থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগে মোট ১৪১ জন রোগী চিকিৎসা নিয়ে গেছেন। এদের মধ্যে ঠান্ডা জ্বর নিয়ে এসেছিলেন ১৪ জন, ৪০ জন এসেছিলেন ঠান্ডাজনিত নানা রোগের প্রাথমিক উপসর্গ নিয়ে।’

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জামির মো. হাসিবুস সাত্তার কালবেলাকে বলেন, ‘বর্তমানে এখানে ২৪১ জন রোগী ভর্তি রয়েছেন।

অন্যান্য রোগীর চাপ কম থাকলেও ক্রমান্বয়ে ঠান্ডা, কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও ডায়রিয়ার রোগী বাড়ছে। গত ৪ দিনে ঠান্ডা জনিত বিভিন্ন রোগের উপসর্গ নিয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮৭ জন। আর সর্বশেষ ২৪ ঘন্টাতে এই সংখ্যা ২০ জন।

মেহেরপুরে বইছে মাঝারী তাপপ্রবাহ / জনজীবনে নাভিশ্বাস

গত কয়েক দিন মেহেরপুরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাঝারি তাপদাহ। তাপমাত্রা ওঠানামা করছে ৩৬ ডিগ্রি থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। সকাল থেকেই সুর্য তাপ ছাড়াচ্ছে এবং বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে তাপমাত্রাও। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে রোদের তীব্রতা। রোদের এতটাই তেজ যে, ঘরের বাইরে পা ফেলা দায়। নাভিশ্বাস উঠেছে জনজীবনে।

তাপদাহের সঙ্গে অনুভূত হচ্ছে ভ্যাপসা গরম। পথে বের হলেই রোদের তেজ শরীর পুড়িয়ে দিচ্ছে। এতে জনজীবনে হাঁসফাঁস অবস্থা।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার সময় এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৬.৫

ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আদ্রতা ৪৯ শতাংশ।
এদিকে, টানা কয়েকদিন ধরে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রয়েছে চুয়াডাঙ্গায় ও মেহেরপুরে। বুধবার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, এমন গরম চলবে অন্তত এক সপ্তাহ। সাতদিন পরে তাপপ্রবাহ কমলেও বৃষ্টির দেখা পেতে অপেক্ষা করতে হবে কয়েক দিন।
এদিকে এই তাপদাহে বেশি দুর্ভোগে পড়েছে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবি মানুষ। তারপরেও প্রচন্ড রোদ্রের তাপ উপেক্ষা করে কাজ করছে এসব নিম্ন আয়ের মানুষ।

এদিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্র ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্ ের গিয়ে দেখা গেছে গত তিন দিনে ডায়রিয়া জনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয় শতাধিক মানুষ।

গাংনী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. মারুফ বলেন বর্তমানে যে তাপমাত্রা পড়ছে তাতে হিটস্ট্রোক হতে পারে, সেহেতু প্রতিটি মানুষকে ঠান্ডা ও ছায়া যুক্ত জায়গায় থাকতে হবে। তবে শিশুদের কে পরিস্কার পরিছন্ন এবং ঠান্ডা ঘরে রাখতে হবে।

---

১৯ জেলায় দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টির আভাস

দেশের ১৯ জেলায় দমকা বা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। একইসঙ্গে কোথাও কোথাও ভারী বর্ষণও হতে পারে।
মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল থেকে মাঝারি অবস্থায় বিরাজ করছে। তাই সাগরে কোনো ঝড়ের শঙ্কা নেই।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া,

খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। তাই এসব এলাকার নদীবন্দরসমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

বর্তমানে মৌসুমি বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেমের পূর্বাংশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

এ অবস্থায় রোববার (৫ জুলাই) নাগাদ রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

এসময় সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। তবে ঢাকার তাপমাত্রা ও বাতাসের আদ্রতার পরিমাণ দু’টো বেশি থাকার কারণে গরম কমছে না। গত ২৪ ঘণ্টা রাজধানীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে। আর শনিবার সকালে বাতাসের আদ্রতার পরিমাণ ছিল ৮৯ শতাংশ।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ম তাপমাত্রা ৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস,

বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বনিম্ম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত তিনদিন ধরে তীব্র শীত

অনুভুত হচ্ছে। এতে নিম্ম আয়ের মানুষ পড়েছেন দুর্ভোগে। চুয়াডাঙ্গার হাসপাতালগুলো শীতজনিত রোগির সংখ্যা বেরে গেছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সুত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গার সর্বনিম্ম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগের দিন তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৯ ডিগ্রি সিলসিয়াস। একদিনের ব্যবধানে তাপমাত্রা হঠাৎ অনেক কমে যাওয়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে শিশু ও বয়স্কদের। শিশু ও বয়স্করা শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শীতের তীব্রতা বাড়ার কারণে নিম্ম আয়ের মানুষেরা বিপাকে পড়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছেন না। এদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার রাতে জেলার নিম্ম আয়ের মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। শীতবস্ত্র বিতরণের সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, পর্যায়মে জেলার সব এলাকায় শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে গত ২৪ ঘন্টায় ভর্তি হয়েছে ২২ ডায়রিয়া রোগি। তীব্র শীতের কারণেই ডায়রিয়া আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। এছাড়া ২৪ ঘন্টায় শীতজনিত রোগে শতাধিক রোগি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা শিশু ওয়ার্ডেও রোগির চাপ বেড়েছে।
চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সামাদুল হক জানান, আগামী ২-৩ দিন চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা কম থাকবে।
– চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি